ঢাকা টাইমস, ৩১ মে ২০২৪

বিআইআইএসএসে ‘বঙ্গবন্ধু: আ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস’ শীর্ষক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা টাইমস

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটরিয়ামে বৃহস্পতিবার ‘বঙ্গবন্ধু: আ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. শাহরিয়ার আলম এমপি এবং বিশ্ব শান্তি পরিষদ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও সমাপনী বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার।

সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান সর্বদাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য অদম্য কণ্ঠস্বর ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্ব শান্তি, ন্যায় ও সাম্যের

প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তাকে তার জীবদ্দশায়ের মতো আজকের বিশ্বেও সমভাবে প্রসঙ্গিক করেছে।

বক্তরা বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশে এবং বিদেশে শান্তির অন্বেষণে সর্বদা ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একজন স্পষ্ট সমালোচক ছিলেন এবং একইসঙ্গে এগুলোকে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধান বাধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

বক্তারা আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধু আজীবন শোষণ-নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তির জন্য সোচ্চার ছিলেন। তার নীতি ও আদর্শ বিশ্বের নিপীড়িত ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে।

সেমিনারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, রাষ্ট্রদূত, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও নানা শ্রেণি পেশা থেকে আগত অংশগ্রহণকারীরা তাদের মূল্যবান মতামত, পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে সেমিনারকে সমৃদ্ধ করেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩০ মে ২০২৪

বঙ্গবন্ধুর শান্তির আহ্বান বিশ্বব্যাপি মূল্যায়িত: মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বিশ্বশান্তি জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমি রয়েছি।

বৃহস্পতিবার (৩০মে) রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক। শান্তির জন্য ব্যাকুলতা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ। একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এইসব চিন্তাধারা এবং শান্তির জন্য তার আহ্বান পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপি মূল্যায়ন হয়।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ভাষণজুড়ে তিনি বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলেছেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন, আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-

আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদদের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব শান্তি পরিষদের দেয়া 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক ছিল জাতির পিতার বিশ্বমানবতার প্রতি কর্ম, ত্যাগ ও ভালোবাসার স্বীকৃতি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর মৌলিক দর্শন ও অবদানের মূল্যায়ন ছিল এই পদক।

অনুষ্ঠানে বিস'র চেয়ারম্যান এএফএম গাওসুল আজম সরকারের সভাপতিত্বে এসময় সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

The Business Post, 30 May 2024

Bangabandhu always an indomitable voice for peace: Speakers

UNB . Dhaka

Speakers at a seminar on Thursday said Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was always an indomitable voice for peace both nationally and globally.

Indeed, they said his strong leadership, along with the ideas of world peace and unwavering dedication to justice and equality, remains as relevant in today's world as it was during his lifetime.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar titled "Bangabandhu: A Champion of World Peace" at the BIISS auditorium.

In pursuit of peace at home and abroad, the speakers said, Bangabandhu was always an outspoken critic against colonialism, racism and imperialism and recognised these as major barriers to global peace and security.

Throughout his life, Bangabandhu was vocal about people's emancipation from oppression and exploitation.

Speakers in the seminar also said that his ideals and principles would always remain an eternal source of inspiration for the oppressed and freedom-seeking people of the world.

A K M Mozammel Huq, LiberationWar Affairs Minister graced the seminar as the chief guest.

While Md Shahriar Alam, Member of, the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Foreign Affairs and Mozaffar Hossain Paltu, President of, World Peace Council, Bangladesh Chapter, were present in the seminar as the special guests.

Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, Director General, BIISS, delivered the welcome address.

Three presentations were delivered in the seminar.

The presenters were M Ashique Rahman, Senior Research Fellow, BIISS; Lt Col (Retd) Sajjad Ali Zahir, Bir Pratik, Swadhinata Padak, Padma Shri; and Ambassador Mashfee Binte Shams, Rector Foreign Service Academy.

Ambassador AFM Gousal Azam Sarker, Chairman, BIISS, moderated and concluded the seminar with remarks.

Senior officials from different ministries, diplomatic missions, media, researchers, businesspeople, teachers and students from various universities, and representatives from different thinktanks, and international organisations participated in the seminar.

United News of Bangladesh, 30 May 2024

Bangabandhu was always an indomitable voice for peace both nationally and globally:Speakers

UNB NEWS

Speakers at a seminar on Thursday said Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was always an indomitable voice for peace both nationally and globally.

Indeed, his strong leadership, along with the ideas of world peace and unwavering dedication to justice and equality, remains as relevant in today's world as it was during his lifetime, they said.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar titled "Bangabandhu: A Champion of World Peace" at the BIISS auditorium.

In pursuit of peace at home and abroad, the speakers said, Bangabandhu was always an outspoken critic against colonialism, racism and imperialism as well as recognising these as major barriers to global peace and security.

Throughout his life, Bangabandhu was vocal about people's emancipation from oppression and exploitation.

Speakers in the seminar also said that his ideals and principles would always remain as an eternal source of inspiration for the oppressed and freedom-seeking people of the world.

A K M Mozammel Huq, Liberation War Affairs Minister graced the seminar as the chief guest.

While Md Shahriar Alam, Member, Parliamentary Standing Committee

on Ministry of Foreign Affairs and Mozaffar Hossain Paltu, President, World Peace

Council, Bangladesh Chapter, were present in the seminar as the special guests.

Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, Director General, BIISS, delivered the welcome address.

Three presentations were delivered in the seminar.

The presenters were M Ashique Rahman, Senior Research Fellow, BIISS; Lt Col (Retd) Sajjad Ali Zahir, Bir Pratik, Swadhinata Padak, Padma Shri; and Ambassador Mashfee Binte Shams, Rector Foreign Service Academy.

Ambassador AFM Gousal Azam Sarker, Chairman, BIISS, moderated and concluded the seminar with remarks.

Senior officials from different ministries, diplomatic missions, media, researchers, businesspeople, teachers and students from various universities, representatives from different thinktanks, and international organisations participated in the seminar.

Daily Observer, 01 June 2024

Bangabandhu always an indomitable voice for peace: Speakers

Published : Saturday, 1 June, 2024 at 12:00 AM Count : 161

Staff Correspondent

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) hosted a seminar titled "Bangabandhu: A Champion of World Peace" on Thursday at the BIISS Auditorium.

The seminar brought together a diverse array of attendees, including government officials, diplomats, scholars, and members of civil society, to commemorate the remarkable contributions of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the cause of peace.

High-profile guests, such as A K M Mozammel Huq, Minister of Liberation War Affairs as chief guest while Md Shahriar Alam, Member of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Foreign Affairs and Mozaffar Hossain Paltu, President, World Peace Council, Bangladesh Chapter were present in the seminar as the special guests.

The seminar featured insightful presentations by esteemed speakers, including M Ashique Rahman, Lt Col (Retd) Sajjad Ali Zahir, and Ambassador Mashfee Binte Shams, who reflected on Bangabandhus unwavering commitment to peace, justice, and equality.

Major General Md Abu Bakar Siddique Khan, Director General, BIISS delivered welcome address. Three presentations were delivered in the Seminar. Thepresenters were M Ashique Rahman, Senior Research Fellow, BIISS; Lt Col (Retd) Sajjad Ali Zahir, Bir Pratik, Swadhinata Padak, Padma Shri; and Ambassador Mashfee Binte Shams, Rector Foreign Service Academy. The presentations were followed by a question and answer session. Ambassador AFM Gousal Azam Sarker, Chairman, BIISS, moderated the seminar.

Speakers in the seminar noted that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was always an indomitable voice for peace both nationally and globally.

Indeed, his strong leadership, along with the ideas of world peace and unwavering dedication to justice and equality, remains as relevant in todays world as it was during his lifetime.

The Daily Sun, 31 May 2024

'Bangabandhu's philosophy upholds penchant for peace'

Daily Sun Report, Dhaka

A penchant for peace was an essential part of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's political philosophy to achieve success without any conflict, said Liberation War Affairs Minister AKM Mozammel Haque.

"To achieve political goals, Bangabandhu proceeded in a peaceful way. When Pakistan's ruler did not hand over power despite a major victory in the 1970 elections, Bangabandhu started a peaceful non-cooperation movement," the minister told a seminar on Thursday.

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised a seminar titled 'Bangabandhu: A Champion of World Peace' at its campus in the capital's Eskaton.

Remembering the greatest Bengali, the Liberation War minister further said that Bangabandhu always had a deep concern for individuals who were at risk of exploitation.

"Nevertheless, his thoughts were not just limited to the nation but extended beyond it," he said.

The minister also commemorated Bangabandhu's Joliot-Curie gold medal at the 1972 World Peace Council in Santiago, Chile.

Former State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam and World Peace Council Bangladesh chapter President Mozaffar Hossain Paltu were special guests at the seminar.

BIISS Director General Abu Bakar Siddique Khan made an address of welcome, while Senior Research Fellow Mohammad Ashique Rahman, Swadhinata Padak winner Sajjad Ali Zahir, and Foreign Service Academy Rector Ambassador Mashfee Binte Shams were present on the occasion. BIISS Chairman AFM Gousal Azam Sarker made a concluding remark.

বণিক বার্তা, ৩১ মে ২০২৪

২০২৫ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেয়া হবে —মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীঃ

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুইবছর পর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান, দ্বন্দ্ব- সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা, টেকসই সামাজিক পরিবেশগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন—এ ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে।'

গতকাল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস' শীর্ষক সেমিনারে এ ঘোষণা দেন মন্ত্রী। রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, 'শোষণ- বঞ্চনায় বিপন্ন মানুষ বরাবরই বঙ্গবন্ধুর চিন্তাজুড়ে ছিল। তবে তার সেই চিন্তা শুধু দেশের গণ্ডিতেই নয়, বরং তা বিস্তৃত ছিল বিশ্বজুড়ে। তিনি দেশ বা বিদেশ যেখানেই মানবাধিকারের লঙ্ঘন দেখেছেন, মানুষের ন্যায্য স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার সংবাদ পেয়েছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। বিশ্বের মুক্তিকামী, নিপীড়িত, শ্রমজীবী ও দুঃখী মানুষের প্রাণের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার চিন্তা ও দর্শন মানুষের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ বিশ্বের যে প্রান্তেরই হোক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন।'

ht t ps: / / boni kbar t a. net / pr i nt -
news/ 385801#: ~: t ext =বিশ্বশান্তি%20প্রতিষ্ঠায়%20বঙ্গবন্ধুর%20অসামান্য%20অবদানের, আ%20ক%20ম%20মোজাম্মেল%20হক।

যুগান্তর, ৩০ মে ২০২৪

২০২৫ সাল থেকে ‘বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক’ দেওয়া হবে: মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পর পর সম্মানজনক ‘বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক’ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী বলেছেন, পদক দেওয়ার বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড গঠন করা হবে। সেই সঙ্গে একটি নীতিমালাও করা হবে। এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত বা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার দেওয়া যাবে।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব- সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন- এসব ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে।

আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বিশ্বশান্তি জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক। শান্তির জন্য ব্যাকুলতা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ। বঙ্গবন্ধুর এসব চিন্তাধারা এবং শান্তির জন্য আহ্বান পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন হয়।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শাহরিয়ার আলম এমপি, বিশ্ব শান্তি পরিষদ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএস এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবু বকর সিদ্দিক খান। সেমিনারে তিনটি বিষয়ে উপস্থাপনা করেন বিআইআইএসএস’র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এম আশিক রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির ও রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস। উপস্থাপনাগুলোর পর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব।

বিআইআইএসএস’র চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত এ এফ এম গওসোল আযম সরকার সেমিনারটি সঞ্চালনা ও সমাপনী বক্তব্য দেন

https://www.jugantor.com/national/811005/২০২৫-সাল-থেকে-বঙ্গবন্ধু-শান্তি-পদক-দেওয়া-হবে-মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

আমাদের সময়.কম, ০২ জুন ২০২৪

২০২৫ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেয়া হবে: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী

খুররম জামান: [২] মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বৃহস্পতিবার (৩০ মে) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস' শীর্ষক সেমিনারে এ কথা বলেন। প্রতি দুই বছর পর পর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

[৩] সেমিনারে মন্ত্রী বলেন, পদক দেওয়ার বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড গঠন করা হবে। সেই সঙ্গে একটি নীতিমালাও করা হবে। এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত বা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার দেওয়া যাবে।

[৪] তিনি বলেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন- এসব ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে।

[৫] মন্ত্রী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদানের কথা তুলে ধরেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার কথা ব্যক্ত করেন।

https://www.amadershomoy.com/national/article/111974/%C2%A0২০২৫-সাল-থেকে-বঙ্গবন্ধু-শ

বণিক বার্তা, ০২ জুন ২০২৪

২০২৫ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেয়া হবে: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পর পর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

বৃহস্পতিবার (৩০ মে) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস' শীর্ষক সেমিনারে এ ঘোষণা দেন মন্ত্রী। রাজধানীর বিআইআইএসএস অডিটোরিয়ামে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মন্ত্রী বলেন, পদক দেয়ার বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড গঠন করা হবে। সেই সঙ্গে একটি নীতিমালাও করা হবে। এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত বা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার দেয়া যাবে।

তিনি বলেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন- এসব ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে।

https://bonikbarta.net/home/news_description/385707/২০২৫-সাল-থেকে-বঙ্গবন্ধু-শান্তি-পদক-দেয়া-হবে:-মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়কমন্ত্রী

বাংলা নিউজ, ৩০ মে ২০২৪

বঙ্গবন্ধুর শান্তির আহ্বান বিশ্বব্যাপী মূল্যায়িত: মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী

ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন বিশ্বশান্তি জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে আমি রয়েছি।

আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক। শান্তির জন্য ব্যাকুলতা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ। একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এইসব চিন্তাধারা এবং শান্তির জন্য তার আহ্বান পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন হয়।

বৃহস্পতিবার (৩০মে) রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ভাষণজুড়ে তিনি বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলেছেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন, আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদদের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব শান্তি পরিষদের দেওয়া ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক ছিল জাতির পিতার বিশ্বমানবতার প্রতি কর্ম, ত্যাগ ও ভালোবাসার স্বীকৃতি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর মৌলিক দর্শন ও অবদানের মূল্যায়ন ছিল এই পদক।

প্রধান অতিথি বলেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুবছর পরপর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড গঠন করা হবে। সেই সঙ্গে একটি নীতিমালাও করা হবে। এই নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ও বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত বা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার দেওয়া যাবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব- সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান

রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক পরিবেশগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন- এইসব ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান এএফএম গাওসুল আজম সরকারের সভাপতিত্বে এসময় সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সময়: ১৩৫১ ঘণ্টা, মে ৩০, ২০২৪

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1339948.details

BDNews24.com, ০২ জুন ২০২৪

‘বঙ্গবন্ধু শান্তিপদক’ দিতে শিগগির জুরি বোর্ড গঠন: মোজাম্মেল হক

গত ২০ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপদক নীতিমালা-২০২৪’ এর খসড়া অনুমোদন পায়।

ঢাকার স্কাটনে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আগামী বছর থেকেই ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপদক’ দেওয়ার লক্ষ্যে শিগগির একটি ‘নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক’ জুরি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

বৃহস্পতিবার ঢাকার স্কাটনে ‘বঙ্গবন্ধু: অ্যা চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস’ শিরোনামের এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) এর আয়োজন করে।

চলতি মে মাসের ২০ তারিখ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপদক নীতিমালা- ২০২৪’ এর খসড়া অনুমোদন পায়।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের ‘প্রাণের নেতা’ ছিলেন মন্তব্য করে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, “শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার চিন্তা ও দর্শন মানুষের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন।

“জেল, জুলুম, অত্যাচারসহ অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েও কখনও থেমে যাননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। সে সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুস্থ ও অনাহারিদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে গেছেন।”

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও অর্জনের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে মোজ্জাম্মেল হক বলেন, “বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশ্বশান্তি পরিষদ সম্মেলন ও পিস কনফারেন্স অব দ্য এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওন্সে যোগ দেন।

“তিনি দেশ- বিদেশ যেখানেই মানবাধিকারের লঙ্ঘন ও স্বাধীনতা খর্ব হতে দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর এ চিন্তাধারা এবং শান্তির জন্য তার আহ্বান পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অর্জন করেন ‘জুলিও কুরি’ স্বর্ণ পদক। এ পদক অর্জনের মাধ্যমে তিনি বঙ্গবন্ধু থেকে হয়েছেন বিশ্ববন্ধু।”

অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. শাহরিয়ার আলম, বিআইআইএসএসের সভাপতি আ ফ ম গওসোল আযম সরকার, বিশ্বশান্তি পরিষদ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু, বীর প্রতীক সাজ্জাদ আলী জহির, ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর মাশফি বিনতে শামস মহাপরিচালক মো. আবু বকর সিদ্দিক খান ও জ্যেষ্ঠ গবেষক ফেলো এম আশিক রহমান সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে ২০২৫ সাল থেকে এ শান্তিপদক দেবে সরকার; পুরস্কার হিসেবে থাকবে নগদ ১ লাখ ডলার, ৫০ গ্রাম ওজনের একটি ১৮ ক্যারেট স্বর্ণপদক ও সনদ।

ওই বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র বা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন ও এই ধরনের কাজের জন্য দেওয়া হবে এই শান্তিপদক।

“পুরস্কারের মধ্যে থাকবে ৫০ গ্রাম ওজনের ১৮ ক্যারেটের একটি স্বর্ণপদক এবং নগদ এক লাখ ডলার। একটি সনদপত্র দেওয়া হবে। প্রতি দুই বছরে একবার দেওয়া হবে এ শান্তিপদক। পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে নাম প্রস্তাব করা যাবে।”

নীতিমালায় বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, রাষ্ট্রপ্রধান বা সেই দেশের সংসদ সদস্যরা, নোবেল পুরস্কার বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের প্রধান অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানরা, বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা, জাতিসংঘের কোনো সংস্থার প্রধানরা পুরস্কারের জন্য কারও নাম প্রস্তাব করতে পারবেন।

পুরস্কারের জন্য সরকার গঠিত জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে।

প্রতিবছর ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসে বা জাতীয় শিশু দিবসে পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। ২৩ মে বা কাছাকাছি সময়ে বিজয়ী হাতের পুরস্কার হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এই পুরস্কার কার্যক্রমের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সেখানে অর্থবিভাগ সার্বিক সহযোগিতা করবে। জুরি বোর্ডের সদস্য হবেন খ্যাতিসম্পন্ন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব গত ২০ মে জানিয়েছিলেন, আগামী বছর থেকে প্রতি দুই বছর পর পর এই পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রধানত একজনকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কোনো বছর যদি একাধিক যোগ্য লোক পাওয়া যায়, বিবেচনা করা হবে। মন্ত্রিসভা এটা নিয়ে একটি আইন তৈরি করার কথা বলেছে। শিগগিরই বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করার কথা বলেছিলেন তিনি।

আইনের মধ্যে একটি ফান্ড তৈরি করতে বলা হবে। সেই ফান্ডে সরকার বা বাইরের কোনো ব্যক্তি অনুদান দিতে পারবেন। সেই অনুদানের টাকা থেকে ব্যয় বহন করা হবে। এর আগ পর্যন্ত সরকার ব্যয়ভার বহন করবে।

১৯৭৩ সালের ২৩ মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক দেওয়া হয়েছিল। গত বছর ২৩ মে এই পদকপ্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্ত উদযাপন করা হয়।

সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর নামে একটি শান্তিপদক প্রবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/6d3a0f3ec3b7

কালবেলা, ৩০ মে ২০২৪

‘বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রাণের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু’

‘বঙ্গবন্ধু : এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়াল্ড পিচ’ শীর্ষক সেমিনারে কথা বলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। ছবি : কালবেলা

মুক্তিযুদ্ধবিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বিশ্বের মুক্তিকামী, নিপীড়িত, শ্রমজীবী ও দুঃখী মানুষের প্রাণের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার চিন্তা ও দর্শন মানুষের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছেন। নিপীড়িত, নির্যাতিত শোষিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে একাত্ম্য ছিলেন। জেল- জুলুম, অত্যাচারসহ অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। কিন্তু কখনো থেমে যাননি, আপস করেননি।

বৃহস্পতিবার (৩০ মে) ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু : এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়াল্ড পিচ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, শোষণ- বঞ্চনায় বিপন্ন মানুষ বরাবরই বঙ্গবন্ধুর চিন্তা জুড়ে ছিল। তবে তার সেই চিন্তা শুধু দেশের গণ্ডিতেই নয়, বরং তা বিস্তৃত ছিল বিশ্বজুড়ে।

তিনি বলেন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পর পর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক জুরিবোর্ড গঠন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব- সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক পরিবেশগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন- এইসব ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

বিআইআইএসএস এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত আ ফ ম গওসোল আযম সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যদের মধ্যে সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, বিশ্বশান্তি পরিষদ বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু, বিআইআইএসএস এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. আবু বকর সিদ্দিক খান, বিআইআইএসএস এর জ্যেষ্ঠ গবেষক এম আশিক রহমান, বীর প্রতীক সাজ্জাদ আলী জহির বক্তব্য দেন।

https://www.kalbela.com/politics/92495

যোগাযোগ, ০২ জুন ২০২৪

আগামী বছর থেকে বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেওয়া হবে : মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পর পর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বৃহস্পতিবার (৩০ মে) রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটিজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু: এ চ্যাম্পিয়ন অব ওয়ার্ল্ড পিস' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ সব কথা বলেন।

তিনি বলেন, মৃত্যুর চার দশক পরও বঙ্গবন্ধুকে আবিষ্কার করতে হয় নতুন করে। বাঙালি গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে তার নাম। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২৫ সাল থেকে প্রতি দুবছর পরপর সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু শান্তি পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড গঠন করা হবে। সেই সঙ্গে একটি নীতিমালাও করা হবে। এই নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত বা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি পুরস্কার দেওয়া যাবে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা, যুদ্ধ নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান রাখা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা, টেকসই সামাজিক পরিবেশগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন- এইসব ক্ষেত্রগুলো পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বিশ্বশান্তি জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, তাঁদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা চাই, বিশ্বের সবখানে শান্তি বজায় থাকুক। তাকে সুসংহত করা হোক। শান্তির জন্য ব্যাকুলতা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ।

আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক বলেন, বিশ্বের মুক্তিকামী, নিপীড়িত, শ্রমজীবী ও দুঃখী মানুষের প্রাণের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর চিন্তা ও দর্শন মানুষের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন, তিনি

তাঁদের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। জেল, জুলুম, অত্যাচারসহ অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। কিন্তু কখনো থেমে যাননি তিনি। আপস করেননি। বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। সে সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুস্থ ও অনাহারীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে গেছেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বিশ্বশান্তিতে বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ছিল প্রবল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে দীর্ঘদিন কারাভোগ করে মুক্তি পেয়ে ওই বছরেই ১৯৫২ সালের অক্টোবরে চীনে অনুষ্ঠিত 'পিস কনফারেন্স অব দ্য এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওন্স'-এ যোগ দেন বঙ্গবন্ধু।

এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য ৩৭টি দেশ থেকে আগত শান্তিকামী নেতাদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছিলেন।

পরবর্তীতে, ১৯৫৬ সালের ৫-৯ এপ্রিল স্টকহোমে বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনেও অংশ নেন বঙ্গবন্ধু। বিশ্বশান্তি আমার জীবনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ, যেকোনো স্থানেই হোক না কেন, তাঁদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আমরা চাই, বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক।

শান্তির জন্য ব্যাকুলতা ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অংশ ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, একারণে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যও তিনি শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে তিনি ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কিন্তু তাঁর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ঘোষণা করে শুরু হয় কুখ্যাত 'অপারেশন সার্চ লাইট' বাস্তবায়নের প্রস্তুতি।

১ মার্চ থেকেই পাকিস্তানি বর্বর আর্মি বাঙালিদের হত্যা করতে থাকে নির্বিচারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শুরু করেন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন।

শোষণ-বঞ্চনায় বিপন্ন মানুষ বরাবরই বঙ্গবন্ধুর চিন্তা জুড়ে ছিল। তবে তার সেই চিন্তা শুধু দেশের গণ্ডিতেই নয়, বরং তা বিস্তৃত ছিল বিশ্বজুড়ে। বিশ্বরাজনীতি প্রসঙ্গে অসীম সাহসী ও অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে'।

পাকিস্তান পঞ্চাশের দশকেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জোট সিয়াটো ও সেন্টো এবং পাক-মার্কিন সামরিক জোটে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সে সময়ে পাকিস্তানের অংশ এবং দুর্ভাগ্যজনক যে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের অশুভ আঁতাতের চরম খেসারত দিতে হয় বাঙালিদের। পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে যুক্তরাষ্ট্র যে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়েছে, তা ব্যবহার করা হয়েছে বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য। পরবর্তীতে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করে বিশ্ব পরাশক্তির একাংশের যে অমানবিক অবস্থান, তার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে আগ্রাসীনীতির অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা, তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তার এই উপলব্ধি তিনি আলজেরিয়ায় ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন।

তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে, 'পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত। আমি শোষিতের পক্ষে'।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ভাষণ জুড়ে তিনি বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলেছেন।

ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন, আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদদের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হচ্ছে, সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হতে বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব- এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে।'

বঙ্গবন্ধু আরো বলেছিলেন, 'কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে আমাদেরকে সক্ষম করে তুলবে এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আমাদের শক্তি প্রদান করবেন।

এই ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা-বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হোক না কেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই।

এই নীতির প্রতি অবিচল থেকে আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যা এই পরিষদ অনুমোদন করেছে, তাকে সমর্থন করি। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাবে এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অতএব, তিনি দেশ বা বিদেশ যেখানেই মানবাধিকারের লঙ্ঘন দেখেছেন, মানুষের ন্যায্য স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার সংবাদ পেয়েছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর এইসব চিন্তাধারা এবং শান্তির জন্য তার আহ্বান পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মূল্যায়ন হয়; যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আর্জন করেন 'জুলিও কুরি' স্বর্ণ পদক।

শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্টিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর ১৪০টি দেশের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো রাষ্ট্রনেতার সেটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক পদক অর্জন। বিশ্ব শান্তি পরিষদের দেওয়া 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক ছিল জাতির পিতার বিশ্বমানবতার প্রতি কর্ম, ত্যাগ ও ভালোবাসার স্বীকৃতি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর মৌলিক দর্শন ও অবদানের মূল্যায়ন ছিল এই পদক। জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্তি ছিল বাংলাদেশের জন্য প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সম্মান।

১৯৭৩ সালের ২৩ মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের বিশাল সমাবেশে বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক পরিয়ে দেন।

পদক পেয়ে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, 'যে পটভূমিতে আপনারা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সহকর্মী প্রতিনিধিরা আমাকে 'জুলিও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত করেছেন, এই সম্মান কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। এ সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মদানকারী শহীদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের, 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির! এটা আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের'!

বাংলাদেশের চরম দুঃসময়ে বিশ্ব শান্তি পরিষদ যেমন আমাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল, এ দেশের মানুষও ঠিক একইভাবে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে এসেছেন।

আমরা যদি 'জুলিও করি' শান্তি পদকের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, 'জুলিও কুরি' শান্তি পদক ১৯৫০ সাল থেকে চালু হয়েছিল। প্রথমে এই পদক পরিচিত ছিল 'শান্তি পদক' (মেডেল অব পিস) নামে। পরবর্তীতে 'জুলিও কুরি'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এই নাম রাখা হয়।

'জুলিও কুরি' শান্তি পদক অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু থেকে হয়েছেন বিশ্ববন্ধু। বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত এই পদকটি ছিল একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের এক তাৎপর্যপূর্ণ কূটনৈতিক বিজয় ও সাফল্য। এ পদকপ্রাপ্তি আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে পৃথিবীর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে

তোলে। স্বাধীন বাংলাদেশের দ্রুত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি পদকপ্রাপ্তি অর্থবহ ভূমিকা রেখেছে।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাঁর নামের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির আত্মপরিচয়। তিনি সেই মহান পুরুষ, যাঁকে নিয়ে বাঙালির অহঙ্কার কোনোদিন ফুরোবে না।

এমনই বিশাল ব্যক্তিত্ব তিনি, মৃত্যুর চার দশক পরও তাঁকে আবিষ্কার করতে হয় নতুন করে। বাঙালি গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে তাঁর নাম।

অনুষ্ঠানে বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান এএফএম গাওসুল আজম সরকারের সভাপতিত্বে এসময় সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

https://jogajogbd.com/আগামী-বছর-থেকে-বঙ্গবন্ধু/